পাঠকের কাছে দায়বদ্ধ

যুগশঙ্খ

বর্ষ: ৮ সংখ্যা:২৯৪
কলকাতা বুধবার
৪ জানুয়ারি ২০২৩
১৯ পৌষ ১৪২৯
৬ টাকা

কলকাতা, বর্ধমান, শিলিগুড়ি, শিলচর ও গুয়াহাটি থেকে একযোগে প্রকাশিত

আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পাচ্ছেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিমল দে, বাদুড়িয়া: প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ২০২২-এর তালিকা। এই বছর সেই তালিকায় উপন্যাস বিভাগে নাম মনোনীত হয়েছে বাংলা তথা বাদুড়িয়ার কৃতী সন্তান তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১১ জানুয়ারি দিল্লি থেকে পুরস্কৃত করা হবে তাঁকে।

প্রতি বছরের মতো এবারও গত ২৬ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয় যে, এই বছরের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ২০২২-এর তালিকা। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে প্রকাশিত প্রথম তালিকায় অন্য ভাষায় মনোনীত লেখকদের নাম থাকলেও ছিল না বাংলার নাম। এর মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই আলাদা ভাবে প্রকাশ করা হয় সেটি। দেখা যায়, উপন্যাস বিভাগের জন্য মনোনীত করা হয়েছে বাংলা তথা বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ার তপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

বাদুড়িয়ার কাকড়াসুতি ব্যানার্জিপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্র জীবনে বাদুড়িয়া এলএমএস হাইস্কুল থেকে পড়াশোনা করেন তিনি। স্কুল ফাইনাল পাশ করে চলে যান কলকাতায়। সেখানে কলেজে ভর্তি হন। বাবা ছিলেন সরকারি কর্মচারী। শিক্ষাজীবন শেষ করে ১৯৭২ সালে ডব্লুবিসিএস অফিসার হিসাবে তৎকালীন সরকারের প্রশাসনিক বিভাগে কাজ শুরু করেন তিনি। কর্মজীবনে পদোন্নতির সূত্রে ডাইরেক্টর অফ কালচার পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশু কিশোর আকাদেমি। এই আকাদেমির প্রতিষ্ঠাতা সচিব হিসাবে কাজ করেন তিনি। সীতাকান্ত মহাপাত্রের ওড়িয়া ভাষায় লেখা 'ভারতবর্ষ' বইটি বাংলায় অনুবাদ করায়, অনুবাদক হিসাবে ২০১৯ সালেও একবার সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি।

এ-প্রসঙ্গে লেখক বলেন, 'গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে আমার কাছে ফোন আসে পুরস্কারের বিষয়ে। আগামী ১১ জানুয়ারি দিল্লি থেকে পুরস্কার দেবে সাহিত্য আকাদেমি।' পাশাপাশি জানালেন, 'লেখকের কাজ লিখে যাওয়া, আমিও লিখে যাব।'